দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

দুই বছরে ঝরে পড়েছে ৫ লাখ এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থী

■ নিজামুল হক

নবম শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা ছিল ১৩ লাখ ৬১ হাজার ২৩৩ জন শিক্ষার্থীর। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ লাখ ৯০ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এরা কেউ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে সিলেট বোর্ডে। এ বোর্ডে নবম শ্রেণীতে ৪৭ হাজার ৪২৯ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করলেও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২৬ হাজার ৩৯৭ জন। ঝরে পড়েছে ২১ হাজার ৩২ জন পরীক্ষার্থী। আবার ঝরে পড়ার মধ্যে মেয়েদের হার বেশি, ৪৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে ৩ লাখ ১৫ হাজার ৭২৩ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করলেও ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৯৯০ জন। ঝরে পড়ার হার ৩৯ দশমিক ৫১ শতাংশ। এ বোর্ডে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ৪৪ দশমিক ১৮ শতাংশে।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, এবার ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে হলিক্রস স্কুল থেকে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করার পর একজন শিক্ষার্থীও ঝরে পড়েনি। এ প্রতিষ্ঠানে ২০৩ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে সবাই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ঝরে পড়ার হার শূন্য ঢাকা বোর্ডে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭টি। এসব স্কুল হচ্ছে শিবালয় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, গোপালগঞ্জের সাউথ পয়েন্ট কলেজ, বাংলাদেশ ইসলামিয়া স্কুল-আবুধাবি এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি স্কুল, ত্রিপলি। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, ০৯ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ১

দুই বছরে ঝরে পড়েছে

২০ পৃষ্ঠার পর

যেখানে ঝরে পড়ার হার ৯০ ভাগের বেশি। গোপালগঞ্জ সদরের পাকুরিয়া হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১৪ জন। এর মধ্যে মাত্র ১ জন এসএসসিতে অংশ নিয়েছে। শরিয়তপুরের বড়কান্দিনগর হাইস্কুল থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ২ জন। মাদারীপুরের সানগাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৭৯ জন পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১২ জন। গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার পাবলিক হাইস্কুলের রেজিস্ট্রেশন করা ২০ জনের মধ্যে ৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ঢাকা বোর্ড এভাবে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে যাদের ঝরে পড়ার হার ৮০ ভাগের বেশি।

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১ লাখ ৩০ হাজার ১৯৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৯২ হাজার ৩০১ জন। ঝরে পড়ার হার ২৯ দশমিক ১১ শতাংশ। কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে ৪১ দশমিক ২৯ শতাংশ। এর মধ্যে ৩১ ভাগ ছাত্র এবং ৪৯ ভাগ ছাত্রী। রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬৮ জন শিক্ষার্থী। যশোর বোর্ডে ঝরে পড়েছে ৩৯ দশমিক ৪৫ শতাংশে শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৩৩ দশমিক ৩১ ভাগ ছাত্র এবং ৪৪ দশমিক ৮১ ভাগ ছাত্রী। এই বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ৫৩৬ জন। চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে ৩৮ দশমিক ৩৭ শতাংশে, বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে ৩৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ, দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে ২৫ দশমিক ৩৭ শতাংশে, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে ২৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে ৪৬ দশমিক ৪৬ শতাংশে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করলেও শেষ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।